

সূরা ৯৫ : তীন, মাক্কী

৯৫ - سورة التين، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৮, রুকু ১)

(آيَاتُهَا : ٨ 'رُكُوعَاتُهَا : ١)

মালিক (রহঃ) এবং শু'বাহ (রহঃ) আদি ইব্ন শাবিত (রহঃ) হতে, তিনি বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক সফরে দুই রাক'আত সালাতের কোন এক রাক'আতে সূরা তীন পাঠ করছিলেন। আমি তাঁর চেয়ে মধুর ও উত্তম কণ্ঠস্বর অথবা কিরআত আর কারও শুনিনি। (ফাতহুল বারী ৮/৫৮৩, মুসলিম ১/৩৩৯, আবু দাউদ ২/১৯, তিরমিযী ২/২২৬, নাসাঈ ৬/৫১৮, ইব্ন মাজাহ ১/২৭৩)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) শপথ 'তীন' ও যাইতুন' এর	١. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ
(২) শপথ 'সিনাই' পর্বতের	٢. وَطُورِ سِينِينَ
(৩) এবং শপথ এই নিরাপদ বা শান্তিময় নগরীর	٣. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
(৪) আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে,	٤. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
(৫) অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি	٥. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

(৬) কিম্ব তাদের নয় যারা মু'মিন ও সৎকর্ম পরায়ণ; তাদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।	<p>٦. إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ</p>
(৭) সুতরাং এরপর কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?	<p>٧. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ</p>
(৮) আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন?	<p>٨. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ</p>

সূরা তীন এর বর্ণনা

আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘তীন’ হল জুদী পাহাড়ে অবস্থিত নূহের (আঃ) মাসজিদ। মুজাহিদের (রহঃ) মতে এটা হল সাধারণ আনজীর বা ডুমুর জাতীয় ফল। (তাবারী ২৪/৫০২)

যাইতুনের অর্থ ও বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। কা’ব আল আহবার (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, ওটা হল বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদ। মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহর (রহঃ) মতে উহা হল ঐ ফল যাকে চিপে রস অর্থাৎ তেল বের করা হয়। (তাবারী ২৪/৫০১)

কা’ব আল আহবার (রহঃ) এবং অন্যান্যদের মতে তুরে সীনীন হল ঐ পাহাড় যেখানে মূসা (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার সাথে কথা বলেছিলেন। (তাবারী ২৪/৫০৩)

بَلَدِ الْأَمِينِ দ্বারা পবিত্র মাক্কাকে বুঝানো হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং কা’ব ইব্ন আহবার (রহঃ) এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/৫০৫, ৫০৬) এ ব্যাপারে কারও কোন মতভেদ

নেই। ইমামগণ বলেন যে, এই তিন জায়গায় তিনজন বিশিষ্ট নাবীকে (আঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রথমে উল্লেখ করা যাইতুনের স্থান অর্থাৎ জেরুযালেমে ঈসাকে (আঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল। তুরে সীনীন এর অর্থ হল তুরে সাইনা অর্থাৎ সিনাই পাহাড়। এই পাহাড়ে আল্লাহ জাল্লাজালালুহু মূসার (আঃ) সাথে বাক্য বিনিময় করেছেন। বালাদুল আমীন হল ঐ নিরাপদ নগরী যেখানে প্রবেশ করলে নিরাপত্তা লাভ হয় অর্থাৎ মাক্কা মুআয্যামা, যেখানে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো হয়েছে। তারা বলেন যে, তাওরাতের শেষেও এ তিনটি জায়গার নাম উল্লিখিত রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, তুরে সাইনা থেকে আল্লাহ তা‘আলা এসেছেন অর্থাৎ তিনি মূসার (আঃ) সাথে কথা বলেছেন, আর সাঈর অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের পাহাড় থেকে তিনি নূর চমকিত করেছেন। অর্থাৎ ঈসাকে (আঃ) সেখানে প্রেরণ করেছেন এবং ফারানের শীর্ষে তিনি উন্নীত হয়েছেন অর্থাৎ মাক্কার পাহাড় থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। অতঃপর এই তিনজন বিশিষ্ট নাবীর ভাষা এবং সত্ত্বা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষকে সুন্দরতম করে সৃষ্টি করলেও তারা হয় নিকৃষ্ট স্থানের বাসিন্দা

এসব শপথের পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : لَقَدْ خَلَقْنَا
 فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর ছাঁচে সৃষ্টি
 করেছি, অতঃপর তাকে আমি অধঃপতিত হীন অবস্থার লোকদের চেয়েও
 হীনতম করে দিই। মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলীয়াহ (রহঃ), হাসান বাসরী
 (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এ আয়াতের এরূপই ব্যাখ্যা
 করেছেন। (তাবারী ২৪/১১০, ৫০৯) অতঃপর বলা হয়েছে, তাদেরকে
 সুন্দর আকৃতি ও সুদর্শন করে সৃষ্টি করার পরেও তাদের স্থান হবে
 জাহান্নাম, যদি তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং তাঁর নাবীকে মিথ্যাবাদী
 মনে করে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, সুন্দর ও লাভন্যময়ী শরীরকে
 এরপর জাহান্নামের অধিবাসী করে দিই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য না করে। এ কারণেই যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে তাদেরকে পৃথক করে নেয়া হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ), বলেন যে, এর দ্বারা অতি বৃদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। ইকরিমাহ (রহঃ) এও বলেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন জমা করেছে অর্থাৎ মুখস্ত করেছে সে বার্বক্য ও হীন অবস্থায় উপনীত হবেনা। (তাবারী ২৪/৫০৮) ইব্ন জারীর (রহঃ) এ কথা পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২৪/৫১১) কিন্তু অনেক ঈমানদারও তো বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হন। কাজেই সঠিক কথা হল ওটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। (সূরা 'আসর, ১০৩ : ১-৩)

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : **فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ** কিসে তোমাকে কর্মফল সম্পর্কে অবিশ্বাসী করেছে? অর্থাৎ হে মানুষ! তুমি যখন তোমার প্রথমবারের সৃষ্টি সম্পর্কে জানো তখন শাস্তি ও পুরস্কারের দিনের আগমনের কথা শুনে এবং পুনরায় জীবিত হওয়ার অর্থাৎ পুনরুত্থানের কথা শুনে এটাকে বিশ্বাস করছ না কেন? এ অবিশ্বাসের কারণ কি? কোন্ বিষয় তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে অবিশ্বাসী করেছে? যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ?

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : **أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ** তিনি কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? তিনি কারও প্রতি কোন প্রকার যুলুম বা অত্যাচার করেননা। তিনি অবিচার করেননা। এ কারণেই তিনি কিয়ামাত বা শেষ বিচারের দিনকে অবশ্যই আনয়ন করবেন এবং সেই দিন তিনি প্রত্যেক যালিম, অত্যাচারীর নিকট থেকে যুলুম-অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

সূরা তীন এর তাফসীর সমাপ্ত।